হাসপাতাল-স্কুলসহ বিভিন্ন স্থাপনায় প্রধানমন্ত্রীর আকস্মিক পরিদর্শন



প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সরকারি স্থাপনা আকস্মিক পরিদর্শন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার (১৭ অক্টোবর) সকাল ৯টা ২০ মিনিটে গুলশানের বাসভবন থেকে বের হয়ে তিনি এসব স্থাপনার সেবার মান, পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ ঘুরে দেখেন। এ সময় বিভিন্ন অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা দেখে সংশ্লিষ্টদের তাৎক্ষণিক নির্দেশনা দেন তিনি।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট পরিদর্শনে গিয়ে নিজ কক্ষে ধূমপানরত অবস্থায় সহযোগী অধ্যাপক রফিকুল ইসলামকে দেখতে পান প্রধানমন্ত্রী। চিকিৎসকের কক্ষ অপরিচ্ছন্ন থাকায়ও অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। পরে হাসপাতালের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এ কে এম আজিজুল হককে ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। পরবর্তী সময়ে রফিকুল ইসলামকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

আজিমপুর সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী কোয়ার্টারের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। এলাকা পরিষ্কার করে বসবাসের উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দুই সপ্তাহের সময় দেন তিনি। এ সময় কোয়ার্টারের বাসিন্দারা এলাকার অপরিচ্ছন্নতা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর কাছে অভিযোগ জানান। প্রধানমন্ত্রী সেখানে বসবাসরত শিশুদের সঙ্গেও কথা বলেন।

মিরপুর-১০ এলাকায় দখলমুক্ত ফুটপাত পরিদর্শনকালে পথচারীদের সঙ্গে কথা বলেন তারেক রহমান। হকারদের দখল থেকে ফুটপাত উচ্ছেদের পর সাধারণ মানুষের চলাচলে কতটা সুবিধা হয়েছে, তা জানতে চান তিনি। পাশাপাশি ফুটপাত পথচারীদের চলাচলের উপযোগী রাখা, সড়কে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং চলাচলের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন।

মিরপুর বাংলা কলেজ পরিদর্শনে বিএনসিসি ও স্কাউট সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় ডেঙ্গু প্রতিরোধ, পরিবেশ সুরক্ষা এবং পরিচ্ছন্ন ও সবুজ বাংলাদেশ গড়তে তরুণদের সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। তাই নিজেদের উদ্যোগে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার পাশাপাশি বন্ধু, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদেরও সচেতন করতে হবে।

এ ছাড়া ডেঙ্গু পরিস্থিতি ও পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থা দেখতে কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতাল পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে রোগীদের সঙ্গে কথা বলে চিকিৎসাসেবার খোঁজখবর নেন এবং আইসিইউ, অস্ত্রোপচারকক্ষসহ বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন। হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশের উন্নয়নে কর্তৃপক্ষকে সাত দিনের সময়সীমা বেঁধে দেন তিনি।